এপ্রিলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অবৈধ মোবাইল ফোন

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী এপ্রিল মাসের পর আর কোনো অবৈধ হ্যান্ডসেটে মোবাইল সিম চালু হবে না। শুধুমাত্র বৈধভাবে আমদানি করা এবং দেশে বৈধভাবে উৎপাদিত সেট দিয়েই সিম চালু করা যাবে। এমনকি গত এক বছরে কেউ যদি অবৈধ হ্যান্ডসেট কিনে থাকেন তাহলে সেটিও বন্ধ হয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসির ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রারে (এনইআইআর) নিবন্ধিত সিম চালু হবে। বৈধ সেটগুলো বাজারে আসার আগেই এনইআইআরে নিবন্ধিত হবে। কোনো গ্রাহক মোবাইল সেট কিনতে গেলে সেটটির আইএমইআই নম্বর ফ্রি এসএমএসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নম্বরে পাঠিয়ে জানতে পারবেন সেটি বৈধ না অবৈধ।

অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধ করতে প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে যন্ত্রপাতি কিনছে বিটিআরসি। গত বৃহস্পতিবার যন্ত্রপাতির অর্ডারও দেওয়া হয়েছে। কাজ পেয়েছে সিনেসিস আইটি লিমিটেড। আগামী ২ ডিসেম্বরের মধ্যে এ বিষয়ে তাদের চুক্তি করতে হবে। চুক্তির ১২০ দিনের মধ্যে পুরো ব্যবস্থাটি চালু করতে হবে। এতে তাদের কাজের সর্বশেষ সময় দাঁড়ায় এপ্রিল মাস। এর মধ্যেই তাদের প্রযুক্তিটি চালু করতে হবে।

বিটিআরসির উপপরিচালক জাকির হোসেন খান গণমাধ্যমকে বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যেই অবৈধ হ্যান্ডসেট বন্ধের কার্যক্রম চালুর লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করছেন। যন্ত্রপাতি এসে গেলে আর কোনো অবৈধ হ্যান্ডসেট বাজারে থাকবে না। কেউ কিনলেও চালু করতে পারবেন না। জানা গেছে, বিটিআরসি ২০১২ সালে প্রথম অবৈধ মোবাইল সেট বন্ধের উদ্যোগ নেয়। তবে নানা কারণে তা এতদিন বাস্তবায়ন হয়নি। এ বছর দরপত্র আহবান ও একটি কোম্পানিকে নির্বাচিত করার মাধ্যমে পরিকল্পনাটি বাস্তব রূপ পাচ্ছে। বিটিআরসি বলছে, নকল হ্যান্ডসেট, অবৈধভাবে আমদানি, চুরি ও রাজস্ব ক্ষতি রোধে এনইআইআর ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

এর মাধ্যমে দেশে বৈধভাবে আমদানি ও উৎপাদিত সেট তথ্যভান্ডারের সঙ্গে মোবাইল নেটওয়ার্কে চালু হওয়া ফোনের আইএমইআই মিলিয়ে দেখা হবে। অবৈধ, চুরি যাওয়া ও নকল সেট চালু করা যাবে না। এর ফলে

মোবাইল সেট চুরির প্রবণতাও অনেক কমে যাবে।

মোবাইল ফোন ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সিম্ফনির এমডি জাকারিয়া শহীদ গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা অনেকদিন ধরেই এই দাবি করে আসছিলাম। এমনকি আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এনইআইআরের প্রাথমিক কাজটাও করে দিয়েছি। এখন এটা চালু হলে তিন ধরনের লাভ হবে। প্রথমত, গ্রাহক নকল বা অবৈধ সেট কিনে প্রতারিত হবেন না। দ্বিতীয়ত, সরকার বিক্রি হওয়া সেট থেকে শতভাগ রাজস্ব পাবে। এবং তৃতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজটাও সহজ হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তিকে খুঁজতে গেলে বেশি কষ্ট করতে হবে না। একটি নম্বরেই সঠিক ব্যক্তিকে পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি মোবাইল সেট চুরি হওয়ার প্রবণতা কমবে।

কীভাবে বুঝবেন সেটটি বৈধ কি-না : মোবাইল ফোনের বৈধতা যাচাইয়ের পদ্ধতি হল মেসেজ অপশনে গিয়ে KYD লিখে স্পেস দিয়ে ১৫ ডিজিটের আইএমইআই নম্বর লিখে ১৬০০২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি মেসেজে বৈধ না অবৈধ, তা জানা যাবে। মোবাইল ফোনের প্যাকেটের গায়ে আইএমইআই নম্বরটি থাকে। এর বাইরে *#০৬# ডায়াল করে আইএমইআই নম্বর জানা যায়।

বিদেশ থেকে আনা সেটের কী হবে : বিটিআরসি জানিয়েছে, এনইআরআই চালু হলেও মানুষ বিদেশ থেকে আসার সময় সেট নিয়ে আসতে পারবেন। তবে সেটার নিবন্ধন নিতে হবে। নিবন্ধনের জন্য ব্যবস্থা রাখবে বিটিআরসি। বিমানবন্দরে এ ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি বিটিআরসিতেও কেনার বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে নিবন্ধন করে নেওয়া যাবে। বিটিআরসির প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, এক জন মানুষ বছরে সর্বোচ্চ দুটি হ্যান্ডসেট বিদেশ থেকে আনতে পারবেন। এর বেশি আনলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে।

সিনেমা জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সৌমিত্রের শূন্যতা

পূরণ হবার নয়: ফখরুল

প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রবিবার বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো শোক বিবৃতিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি বলেন, ‘গুণী এই অভিনেতার অভিনয় দেখে দর্শকরা এতোটাই বিমুগ্ধ হতেন যে, তার অভিনয়কে বাস্তবতা-জ্ঞান করতেন। তিনি তার উত্তরসূরী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।’

‘এই কুশলী অভিনেতা ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন সহৃদয়, উদারচেতা ও বিনীত স্বভাবের অধিকারী’ উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, ‘বাংলা সিনেমা জগতে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই অভিনয় শিল্পীর ইন্তেকালে উপমহাদেশে অভিনয় জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।’
উল্লেখ্য, রবিবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন প্রযোজক, গল্পকার, কবি, আবৃত্তিকার। মঞ্চেও দুর্দান্ত একজন অভিনেতা ছিলেন। পেশাজীবন শুরু করেছেন ভয়েস আর্টিস্ট হিসেবে। পরে সিনেমায় ডাক পান ১৯৫৯ সালে, অস্কারজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ‘অপুর সংসার’ সিনেমার জন্য।

সে ছবি দিয়েই অভিনয় জগতে পা রাখেন। এরপর তিনি সত্যজিৎ রায়ের ২৭টি সিনেমার ১৪টিতে অভিনয় করেছেন। তার অভিনীত চরিত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ‘ফেলুদা’।

সত্যজিৎ ছাড়াও তিনি মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অজয় করের মতো কালজয়ী নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন।

তার নায়িকা হিসেবে দেখা গেছে সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখার্জি, তনুজাসহ অনেক কিংবদন্তি অভিনেত্রীকে।

ভারত সরকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ২০০৪ সালে ‘পদ্মভূষণ’ ও

২০১২ সালে ‘দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার’ দিয়ে সম্মানিত করেছে। এছাড়াও ২০১৭ সালে তিনি ফ্রান্স সরকার কর্তৃক ‘লিজিওন অব অনার’ লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একই বছর তাকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ পুরস্কার প্রদান করে। ২০১৩ সালে এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির রেকর্ড

চলতি নভেম্বরে দেশে সর্বোচ্চ ২১৯ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর আগে জানুয়ারিতে ১৯৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেপ্টেম্বরের পর আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও উল্টো বাড়ছে। অক্টোবরেও থেমে থেমে বৃষ্টির কারণে ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটেছে।

এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে ৪৫ জন, মার্চ ২৭ জন, এপ্রিলে ২৫ জন, মে মাসে ১০ জন, জুনে ২০ জন, জুলাইয়ে ২৩ জন, আগস্টে ৬৮ জন, সেপ্টেম্বরে ৪৭ জন ও অক্টোবরে ১৬৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৪৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৫৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

তিন লাখ টাকার কাজ শেষ মাত্র ১৬০ টাকায়!

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)-এর আওতাধীন ২৩০ কেভি কুমিল্লা (উ.) গ্রিড উপকেন্দ্রের ২২০ভি সিসি সিস্টেমের মাইক্রো কন্ট্রোলার বেজড, ব্যাটারি চার্জারটি নষ্ট হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ চার্জারটি মেরামতের জন্য প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু পিজিসিবির প্রকৌশলীরা মাত্র ১৬০ টাকায় এই যন্ত্রাংশটি পুরোপুরি মেরামত করে বিকল সিস্টেমকে দ্রুত আগের অবস্থায় নিয়ে যান।

বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এই কাজের প্রশংসা করে গতকাল বলেন, পিজিসিবির প্রকৌশলীরা তাদের কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সততার দারুণ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এর ফলে যন্ত্রাংশটি দ্রুত মেরামত করার পাশাপাশি জনগণের টাকাও সাশ্রয় হয়েছে। এ জন্য তিনি প্রকৌশলীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ জানান, কাজটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রকৌশলী মো. জসিম উদ্দিন, মো. শাহাবুদ্দিন, বেলাল হোসেন সরকার, এ কে এম রেজাউল করিম ও মো. রশিদ উদ্দিন।

নিবন্ধন ছাড়াই চলছে ৭৪১০ হাসপাতাল

সারা দেশে অবৈধভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে ৭ হাজার ৪১০টি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এরা নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেনি। বেঁধে দেয়া সময়ও শেষ হয়ে গেছে।

ফলে এদের হাতে এখন বৈধ কোনো লাইসেন্স নেই। এর মধ্যে প্রায়

অর্ধেককে সুযোগ দেয়ার পরও নিবন্ধনের জন্য আবেদনই করেনি।

এ হিসাবের বাইরে আরও দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কোনো কাগজপত্র নেই। স্বাস্থ্য অধিদফতরও এদের হদিস জানে না। এরা সবাই বছরের পর বছর ধরে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে।

এসব হাসপাতালে নেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে গিয়ে অনেকেই ক্ষতির মুখে পড়েছেন, অঙ্গহানির ঘটনাও ঘটেছে। সর্বশেষ বেঁধে দেয়া সময় পার হয়ে গেছে দু’মাস আগে। এরপরও কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জানা গেছে, ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে নিবন্ধন নিয়ে সারা দেশে ১৫ হাজারের কিছু বেশি প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক, ব্লাডব্যাংক পরিচালনা করে আসছে।

বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাছে তালিকা আছে ১৩৪২৬টির। বাকি দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানের কোনো হদিস নেই। অথচ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অধিদফতর এখন এই সাড়ে ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠান ধরেই হিসাব কষছে। চলতি বছর সেই তালিকা থেকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে ৬ হাজার ১৬টি। ত্রুটিপূর্ণ আবেদনসহ নানা কারণে বাকি সাত হাজার ৪১০টির লাইসেন্স নবায়ন হয়নি।

ফলে এসব প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ছাড়া অবৈধভাবে চলছে। অথচ যাদের লাইসেন্স আছে তাদের প্রতি বছর নবায়ন করার কথা।

এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতাও আছে। কিন্তু বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান তা মানছে না। নিবন্ধন হালনাগাদ করতে (লাইসেন্স নবায়ন) চাপ দিলেও কাজ হচ্ছে না।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করে নবায়ন ছাড়াই রমরমা বাণিজ্য চালাচ্ছে কয়েক হাজার হাসপাতাল ও ক্লিনিক।

এ পরিস্থিতিতে দেশের বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে শৃঙ্খলায় আনতে চলতি মাসের ৮ তারিখ দেশের সব সিভিল সার্জনদের প্রতি নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক।

ওইদিন তিনি ভিডিও কনফারেন্সে সব বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং সিভিল সার্জনদের পরের তিন কার্যদিবসের মধ্যে নিজ নিজ জেলায় অনিবন্ধিত, অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে পরিচালিত সেবার মান খারাপ এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশ দেন তিনি।

এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজনে সিলগালা করে মহাপরিচালকে অবগত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। ৯ নভেম্বর এ সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়।

তবে তিন কর্মদিবস ইতোমধ্যে শেষ হলেও কোনো জেলা বা বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য এখনও আসেনি। তাই কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে অধিদফতরের এক প্রভাবশালী কর্মকর্তা জানান, মহাপরিচালক এসব নির্দেশ দেয়ার পর অনেক সিভিল সার্জন হাসপাতাল শাখায় চাপ সৃষ্টি করছেন।

যাতে তার জেলার সব বেসরকারি হাসপাতালের নিবন্ধন হালনাগাদ করা হয়। তবে বেসরকারি হাসপাতালের নিবন্ধন প্রক্রিয়া অটোমেশনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইচ্ছামতো লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এবিএম খুরশীদ আলম যুগান্তরকে বলেন, লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমি সব সিএসদের বলেছি জেলা থেকে তালিকা পাঠাতে।

তারা রোববার পর্যন্ত সময় নিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের জনবল স্বল্পতা রয়েছে। তালিকা ধরে নিয়মবহির্ভূত হাসপাতাল-ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে সেগুলো বন্ধ করা হবে।

তবে একসঙ্গে সব জায়গায় হয়তো অভিযান চালানো যাবে না। আমি সিভিল সার্জনদের বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনিবন্ধিত হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

বর্তমানে অধিদফতরের তালিকায় মোট ১৩ হাজার ৪২৬টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩ হাজার ৮৬৮টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২ হাজার ৬৮৫টি, রাজশাহী বিভাগে এক হাজার ৮৩৪টি, রংপুর বিভাগে এক হাজার ৬২টি, খুলনা বিভাগে এক হাজার ৭১৭টি, বরিশাল বিভাগে ৮২০টি, সিলেটে ৫৭৯টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৬১টি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের নিবন্ধন ফি এবং নিবন্ধন নবায়ন ফি পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সর্বনিু ৫০ হাজার ও সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

এরপর পাঁচ হাজার হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নবায়ন করলেও বাকিরা লাইসেন্স নবায়ন করতে আসেনি। এছাড়া আবাসিক এলাকায় বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক না রাখার নির্দেশনা থাকার বিষয়টি নবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত জুলাই মাসে রিজেন্ট হাসপাতালের নানা অপকর্ম বেরিয়ে আসার পর দেশের বেসরকারি হাসপাতালগুলোর লাইসেন্সের বিষয়টি সবার নজরে আসে। তারপর দেশের সব বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স নবায়ন করতে সংশ্লিষ্টের নির্দেশ দেয়া হয়।

শিক্ষা ভিসার আবেদন নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে দীর্ঘ বিরতির পর শিক্ষার্থীদের নতুন ভিসার আবেদন নেয়া শুরু করেছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এফ (একাডেমিক ও ল্যাঙ্গুয়েজ), এম (ভোকেশনাল) ও জে (এক্সচেঞ্জ ভিজিটরস) ক্যাটাগরিতে ভিসার জন্য প্রথমবারের মতো যারা আবেদন করছেন, আগামী ১৫ নভেম্বর রোববার থেকে সীমিত আকারে সেসব আবেদন গ্রহণ ও সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দেয়া শুরু হবে।

কোভিড ১৯-এর কারণে দূতাবাসের প্রাত্যহিক কর্মতালিকায় সাক্ষাৎকারের সংখ্যা সীমিত থাকবে এবং ভিসা প্রসেস করার জন্য ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। বিষয়টি মনে রেখে আবেদনকারীদের ভিসার আবেদন ও ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দূতাবাস জানিয়েছে, আবেদনকারীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে

(www.ustraveldocs.com/bd) লগইন করে তাদের প্রোফাইল হালনাগাদ করতে হবে এবং ভিসা ফি দেয়ার পর অনলাইন সাক্ষাৎকারের সময় নিতে হবে।

জমা দেয়া আবেদন ফি (এমআরভি) নিয়মিত ভিসা সেবা কার্যক্রম পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং এই আবেদন ফি ব্যবহার করে আগামী ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাক্ষাত্কারের জন্য সময় নেয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানিয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করছেন, তারা একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া চালিয়ে গেলে সাক্ষাত্কার ছাড়াই স্টুডেন্ট ভিসা নবায়নের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

এফ২ ভিসার অধীনে স্বামী/স্ত্রী বা তাদের ২১ বছরের কম বয়সী সন্তানের ভিসা নবায়নের আবেদনও নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ‘জীবন-মৃত্যুর মতো অত্যন্ত জরুরি’ পরিস্থিতিতে আবেদনকারীদের জন্য জরুরি ভিসা কার্যক্রম সবসময়ই চালু রাখা হয়েছে বলে দূতাবাসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

পুরুষের জন্মনিয়ন্ত্রক টিকা আনছে ভারত!

পরুষদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণে এক ধরনের টিকা আনছে ভারত। ইতিমধ্যে এ টিকা বাজারে আনার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে।

নয়দিল্লির একদল গবেষক দীর্ঘদিনের গবেষণার পর এই টিকা প্রস্তুত করেছে। তারা জানিয়েছেন, পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রক এই টিকা একবার প্রয়োগ করলে ১৩ বছর তার প্রভাব থাকবে।

ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা বলছে, পেট ও উড়ুর মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে পুরুষের শরীরে প্রয়োগ করা হবে এ টিকা। এতে জন্মদানের ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা নেই। আর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ বা আইসিএমআর জানিয়েছে, পুরুষদের জন্য প্রস্তুত এ টিকা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সুরক্ষিত, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর উপযোগিতা থাকবে।

৩০০ জনের ওপর এর পরীক্ষা হয়েছে, সাফল্যের হার ৯৭.৩ শতাংশ। তিন রাউন্ডের ট্রায়ালে কারও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়নি।

আইসিএমআরের বিজ্ঞানী আর এস শর্মা বলেন, এ টিকা পুরোপুরি প্রস্তুত, এখন সরকার অনুমোদন দিলে তা বাজারে আনা হবে।

তিনি বলেন, এটিই বিশ্বের প্রথম পুরুষ গর্ভনিরোধক। যদি এর দাম কিছুটা কম রাখা যায়, তবে অবাঞ্ছিত সন্তান সম্ভাবনা আটকানোর জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে।

এএসপিকে পিটিয়ে হত্যা; মৃত্যুর সময় নার্সদের ডাক্তার সাজিয়ে আনা হয়!

মাইন্ড এইড হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসাসেবা নিতে আসা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আনিসুল করিমকে মারধরের পর পরীক্ষা করানোর জন্য ডাক্তার ডাকা হয়। ভাইরাল ভিডিওতে এমনটি বোঝা গেলেও বাস্তবে ভিন্ন গল্প। আসলে নার্সদের ডাক্তার সাজিয়ে সেখানে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের বাবুর্চি রুমা আক্তার।

তিনি বলেন, পুলিশ স্যার মারা যাওয়ার পরে তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখানোর জন্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অক্সিজেনের সিলিন্ডার আনে। মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা দেখানোর জন্য অক্সিজেনে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) রাজধানীর আদাবর এলাকায় মাইন্ড এইড হাসপাতালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রুমা। হাসপাতালটিতে প্রায় দুই মাস কর্মরত আছেন বাবুর্চি রুমা আক্তার। তিনি বলেন, ভিডিওতে দেখছি পুলিশ স্যারের জ্ঞান ফেরানোর জন্য বুকে যারা চাপা দিয়ে

থেকে ৭ জন টেনে-হেঁচড়ে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেন। হাসাপাতালের ব্যবস্থাপক আরিফ মাহমুদ তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথার দিকে থাকা দুইজন হাতের কনুই দিয়ে আনিসুল করিমকে আঘাত করছিলেন। এ সময় একটি কাপড়ের টুকরা দিয়ে আনিসুল করিমের হাত পেছনে বাঁধা হয়। চার মিনিট পর তাকে যখন উপুর করা হয়, তখনই ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। এ ঘটনায় সোমবার রাতে প্রথমে ছয়জনকে আটক করে পুলিশ। পরে আরও একজনকে আটক করা হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ৩৩ ব্যাচের ছাত্র আনিসুল করিম ৩১ বিসিএসে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। এক সন্তানের জনক আনিসুলের বাড়ি গাজীপুরে। সর্বশেষ আনিসুল করিম বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সহকারী কমিশনারে দায়িত্বে ছিলেন।

সূত্র: বাংলানিউজ

এমপি পাপুলর শ্যালিকা ৫০০ কোটি টাকার মালিক!

দিনমজুর বাবার সংসারে তিনবেলা ঠিকমতো খাবার জুটত না। অর্থের অভাবে লেখাপড়াও হয়নি। সেই হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান জেসমিন প্রধান এখন বিত্তশালী। বাড়ি, গাড়ি, আলিশান ফ্ল্যাট-কী নেই তার। সাত বছরের ব্যবধানে তিনি ৫০০ কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শুধু তার পাঁচটি ব্যাংক হিসাবেই ১৪৮ কোটি ৪২ লাখ টাকার তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অথচ ২৩ বছর বয়সী জেসমিনের নিজস্ব কোনো আয়ের উৎস নেই।

দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলের মানবপাচারের টাকায় শ্যালিকা জেসমিন প্রধান এখন সম্পদশালী। কুয়েতে মানবপাচারের হোতা পাপুল অর্থ ও মানবপাচারের মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ আড়াল করতে শ্যালিকার অ্যাকাউন্টে রাখেন। শুধু তা-ই নয়, অবৈধ পথে অর্জিত বিপুল অর্থ

বৈধ হিসাবে দেখাতে শ্যালিকা জেসমিনের মালিকানায় ‘লিলাবালি’ নামের একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন এমপি পাপুল। ওই প্রতিষ্ঠানের আড়ালে জেসমিন প্রধানের পাঁচটি ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে ২০১২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাচার করা হয় ১৪৮ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধে এমপি পাপুল, তার স্ত্রী ও সন্তান এবং শ্যালিকার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুদক।

দুদকের তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান জেসমিন প্রধান। বড় বোন সেলিনা ইসলামের বিয়ে হয় কুয়েতপ্রবাসী কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলের সঙ্গে। পাপুল মানবপাচারের মাধ্যমে অর্জিত টাকা শ্যালিকা জেসমিন প্রধানের অ্যাকাউন্টে এবং নামে-বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়ে তোলেন। পাঁচটি অ্যাকাউন্টে ১৪৮ কোটি টাকার এফডিআরসহ জেসমিন এখন প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মালিক।

অনুসন্ধান প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন ব্যাংকে জেসমিনের প্রায় ৪৪টি হিসাব পাওয়া গেছে। একটি ব্যাংকেই তার ৩৪টি এফডিআর হিসাব রয়েছে। এফডিআর হিসাবের দুই কোটি ৩১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৩৭.৫৩ টাকার কোনো উৎস জেসমিন দেখাতে পারেননি। সে কারণে অবৈধ সম্পদের অভিযোগে তাকে আরো মামলার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সূত্র জানায়, অবৈধ উপায়ে অর্জিত জেসমিন প্রধানের নিজ নামে ২০টি এফডিআরে এক কোটি টাকা, বোন সেলিনা ইসলামের নামে ২৯৫টি এফডিআরে ২০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা, বোনজামাই শহিদ ইসলাম পাপুলের নামে ২৩টি এফডিআরে দুই কোটি ১৮ লাখ টাকা পায় দুদক। এ ছাড়া পাপুলের মেয়ে ওয়াফা ইসলামের নামে ৪১টি এফডিআরে দুই কোটি ২৯ লাখ টাকাসহ মোট ২৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকা জেসমিন প্রধানের একটি ব্যাংকের হিসাবে লগ্নি করে ২৫ কোটি ২৩ লাখ টাকার ওভার ড্রাফট সুবিধা গ্রহণের প্রমাণ মেলে। সব মিলে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে পাচার হয়েছে ১৪৮ কোটি টাকা।

এদিকে লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল, তার স্ত্রী এমপি সেলিনা ইসলাম, শ্যালিকা জেসমিন প্রধান ও মেয়ে ওয়াফা ইসলামের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুদক। গতকাল মঙ্গলবার দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। শিগগিরই সংস্থাটির অনুসন্ধান কর্মকর্তা উপপরিচালক সালাহউদ্দিন বাদী হয়ে মামলাটি করবেন। সূত্র: কালের কণ্ঠ

সুমন-ইশরাতকে জরিমানা: আইনজীবীদের প্রতিকী প্রতিবাদ

এক বিচারপতির ছেলের আইনজীবী সনদ নিয়ে রিট মামলায় ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইয়েদুল হক সুমন ও অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসানকে জরিমানা করায় প্রতিকী প্রতিবাদ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ আইনজীবীরা। প্রতিবাদস্বরূপ জরিমানার দুইশত টাকা পরিশোধ করতে প্রতিকী হিসেবে ১ টাকা করে প্রদান করছেন তারা।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সভাপতির কক্ষের সামনে রাখা বক্সে সাধারণ আইনজীবীরা টাকা রেখে প্রতিকী প্রতিবাদ করেন। যে কবিতা ফেসবুকে শেয়ার করার জন্য আদালত অবমাননার রুল জারি করা হয়েছে, বক্সের গায়ে সেই কবিতা সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ করতে আসা ব্যারিস্টার অনিক আর হক বলেন, আমাদের দুইজন আইনজীবীকে সুকুমার রায়ের কবিতা ও একটি সিনেমার ঘটনা ফেসবুকে লেখার জন্য কনটেম্পট ইস্যু করা হয়েছে এবং তাদেরকে একশ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আমরা মনে করি এটা শুধু দুই আইনজীবীকে করা হয়নি। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের সব আইনজীবীকে এ জরিমানা করা হয়েছে। এ কারণে প্রতিকী প্রতিবাদ করছি।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্য নির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট মহসিন কবির রকি বলেন, আমরা মনে করি এই জরিমানা দুই আইনজীবীকে করা হয়নি, সবাইকে করা হয়েছে। তাই দায়ভার আমরা নিজের কাঁধে নিয়েছি। প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিকীভাবে এক টাকা প্রদান করেছি। যে টাকা উঠবে সেখানে থেকে আমরা জরিমানা প্রদান করবো।

সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নুসরাত জাহান বলেন, জাজমেন্ট নিয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যারা এটার পিটিশনার ছিল তারা ফেসবুকে একটা কবিতা শেয়ার করেছিল। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হয়েছে। এই মামলায় তাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে। এটা খারাপ লেগেছে। ওদের সাপোর্ট করার জন্য প্রতিকী হিসেবে এক টাকা করে প্রদান করছি।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক কার্য নির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট কুমার দেবুল দে বলেন, আমরা দুই আইনজীবীর পক্ষে আছি। মামলা করে যদি আদালতের সময় নস্ট হয়, তাহলে তো মামলাই করা যাবে না।

এর আগে গতকাল আইনজীবী অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ এক বিচারপতির ছেলে ব্যারিস্টার জুম্মন সিদ্দিকীকে সরাসরি হাই কোর্টের আইনজীবী হিসেবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের গেজেট প্রকাশ বৈধ বলে রায় ঘোষণা করেন হাই কোর্ট। একইসঙ্গে রিটকারী আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইয়েদুল হক সুমন ও অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসানকে একশত টাকা করে জরিমানা করেন আদালত। এ ধরনের রিট করে আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য এ জরিমানা করা হয়।

গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর এক বিচারপতির ছেলেকে সরাসরি হাই কোর্টের আইনজীবী হিসেবে জারি করা গেজেটের কার্যক্রম স্থগিত করেন হাই কোর্ট। একইসঙ্গে সরাসরি হাই কোর্টের আইনজীবী হিসেবে গেজেট প্রকাশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত।

গত বছরের ২১ নভেম্বর আইনজীবী অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষায় বার বার অনুত্তীর্ণ হওয়ার পরও হাই কোর্টের এক বিচারপতির ছেলেকে সরাসরি হাই কোর্টের আইনজীবী ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের করা হয়। আইনজীবী সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন ও ইশরাত হাসান বাদী হয়ে এ রিট দায়ের করেন।